দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 MAY 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

দেশের একমাত্র লেদার টেকনোলজি কলেজ

দেশের একমাত্র লেদার টেকনোলজি কলেজ বিপর্যয়ের মুখে

শিক্ষক কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন না ২১ মাস

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

চামড়া শিল্পের বিশেষজ্ঞ গড়ার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজির শিক্ষক ও কর্মচারীরা ২১ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। রাজধানীর হাজারীবাগে অবস্থিত কলেজের ৬৫ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বেতন ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

একই সঙ্গে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন। শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাদের চাকরিকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর ও ২১ মাসের (২য় পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

দেশের একমাত্র

(প্রথম পৃঃ পর)

বকেয়া বেতনের দাবিতে তিন মাস ধরে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রাখেন। অতি সম্প্রতি সরকারের উচ্চ মহলের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে কলেজের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে।

অধ্যক্ষ ড. খান রেজাউল করিম বলেন, চামড়া শিল্পের একমাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে লেদার টেকনোলজি বিষয়ে চার বছর মেয়াদি ডিগ্রি কোর্স চালু করে। ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিএসসি ইন ফুটওয়্যার টেকনোলজি ও বিএসসি ইন লেদার প্রোডাক্টস টেকনোলজি কোর্স চালু করা হয়।

তিনি জানান, মেধাবী ছাত্ররাই এখানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে। সরকারের উচ্চ মহলের আশ্বাসের পর শিক্ষক ও কর্মচারীরা সকল কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটির সংস্কার, আধুনিকায়ন ও পুনর্গঠন প্রকল্পের আওতায় কর্মরত জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক অধ্যাপক আবুল বাশার বলেন, ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অর্থ মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের ১৯ মাসের বেতনের থোক বরাদ্দ করেছে। কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরি রাজস্ব খাতে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। অন্তঃমন্ত্রণালয়ে এই সংক্রান্ত ফাইল চলাচলি শুরু হয়েছে।

প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী ও আণবিক শক্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. এমএ কাইয়ুম বলেন, কলেজটি চামড়া শিল্পের বিকাশে নিঃসন্দেহে এক বিশাল অর্জন। এই অর্জনকে ধরে রাখতে হবে।